দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ: 25 JAN 2008
পৃষ্ঠা: ১২

সিডর আক্রান্ত ৩ জেলার ১০ সহস্রাধিক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী বিপাকে

পরীক্ষার ফি নিয়ে যশোর বোর্ডের ২ রকমের চিঠি

ডি এম রেজা

মাত্র এক মাসের ব্যবধানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দুই রকম নির্দেশনার কারণে বৃহত্তর খুলনার সিডর আক্রান্ত তিন জেলার ১০ সহস্রাধিক এইচএসসি পরীক্ষার্থী চরম বিপাকে পড়েছেন। অভিভাবকদের মাথায় হাত উঠেছে। তিনটি জেলার প্রায় দুই হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। গত ১৫ নভেম্বর ঘূর্ণিঝড় সিডরের আঘাতে দক্ষিণাঞ্চলের লক্ষাধিক বাড়ীঘর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সবকিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। সহায়সম্বলহীন হয়ে যান এই এলাকার কয়েক লাখ মানুষ। এমন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যশোর শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোহাঃ আমীরুল আলম খান ১৩ ডিসেম্বর খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার কলেজ অধ্যক্ষদের কাছে একটি চিঠি প্রেরণ করেন। ওই চিঠিতে বলা হয়, প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত যশোর শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলায় আগামী ২০০৮ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের যাবতীয় ফিস মওকুফ করা হয়েছে। এই নির্দেশনা পাওয়ার পর তিনটি জেলায় ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তসহ খুলনায় বন্ধ হয়ে যাওয়া পাটকলগুলোর শ্রমিকদের পরিবারেও স্বস্তি ফিরে আসে। বকেয়া মজুরি পাওয়ার দাবীতে আন্দোলনরত পৃঃ ৮ঃ কঃ ৫

সিডর আক্রান্ত ৩ জেলার ১০

১২-এর পৃষ্ঠার পর

শ্রমিকদের সন্তানরাও এইচএসসি পরীক্ষা দেয়ার স্বপ্ন দেখতে থাকে। যশোর শিক্ষা বোর্ডের নির্দেশনা পাওয়ার পর গত মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার প্রায় দুই হাজার কলেজে এইচএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণের কাজ শুরু হয়। ইতোমধ্যে কয়েক হাজার পরীক্ষার্থী বিনা ফিসে ফরম পূরণ করেন। গতকাল বৃহস্পতিবার ছিল ফরম পূরণের শেষ দিন। গত ১৩ ডিসেম্বর প্রেরিত ওই চিঠিতে আগামী ১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে ফরম পূরণ করা ফরম বোর্ডে পাঠানোর নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল।

ফরম পূরণের শেষ দিনে গতকাল বৃহস্পতিবার যশোর শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোহাঃ আমীরুল আলম খানের স্বাক্ষরিত আরেকটি চিঠি পান তিনটি জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষরা। চিঠিতে বলা হয়েছে, ঢালাওভাবে খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের ফিস মওকুফ সংক্রান্ত নির্দেশাবলী সম্বলিত যে চিঠি দেওয়া হয়েছিল তা বাতিল করা হলো। চিঠিতে বলা হয়েছে, প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর জন্য কেন্দ্র ফি বাধ্যতামূলক। অন্যান্য ফি মওকুফের জন্য পরীক্ষার্থীর পরিবার যে সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত তা প্রমাণের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার প্রত্যয়নপত্র লাগবে। তবে প্রেরিত চিঠিতে ফরম পূরণের দিন আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি বলা হয়েছে। চিঠি পাওয়ার পর কলেজের অধ্যক্ষ, পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকরা বিপাকে পড়েছেন। নগরীর সরকারী মজিদ মেমোরিয়াল সিটি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ গুলশান আরা বেগম জানিয়েছেন, নতুন চিঠি পাওয়ার পর তারা বেশ জটিলতার সম্মুখীন হয়েছেন। ৭০০ ছাত্র-ছাত্রী ইতোমধ্যে বিনা ফিতে ফরম পূরণ করে ফেলেছেন। তাদের অনেকে গ্রামের বাড়ি চলে গেছে। তাদের কীভাবে খবর দিয়ে টাকা আদায় করবো তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করছি। তিনি জানান, বোর্ডের সিদ্ধান্ত যদি ফি আদায়ই চূড়ান্ত থাকে তবে কলেজ [illegible] বিজ্ঞাপন দিয়ে তা দিতে হবে।